



৪৮-সূরা আল্ ফাত্‌হ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ②

৩। যেন আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেন তোমার ভ্রুটি-বিচ্যুতি যাহা পূর্বে (তোমার প্রতি আরোপিত) হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইতে পারে, এবং তোমার উপর নিজ নেয়ামতকে পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ سُبُلَ الصَّالِحِينَ ③

৪। এবং আল্লাহ তোমাকে অতি শক্তিশালী সাহায্য দান করেন ।

وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ④

৫। তিনিই হো মো'মেনদের অস্ত্রের প্রশান্তি নামেল করিয়াছেন, যেন তাহারা তাহাদের পূর্বকার ঈমানের সহিত আরও ঈমানে রুজি লাভ করে, বস্তুতঃ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সকল সৈন্যদল আল্লাহরই; এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়—

هُوَ الَّذِي آتَى السَّيْفَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيُزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَ اللَّهُ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑤

৬। যেন তিনি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারীদিগকে এমন জামাতসমূহে প্রবিষ্ট করেন যাহার তলাদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা উহাতে সর্বদা বসবাস করিতে থাকিবে, এবং যেন তিনি তাহাদের সকল অনিষ্টতা দূরীভূত করিয়া দেন; এবং আল্লাহর নিকট ইহা হইবে মহা সফলতা ।

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ⑥

৭। এবং যেন তিনি মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে, যাহারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে অনেক মন্দ ধারণা পোষণ করে, আযাব দেন । তাহাদের উপরই অমঙ্গল-চক্র আসিবে ; এবং আল্লাহ্‌ তাহাদের উপর ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন । এবং প্রত্যাবর্তনস্থল হিসাবে উহা অতীব নিরুপ্ত ।

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَ
 الْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ
 السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ
 جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ⑦

৮। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদলসমূহ আল্লাহরই, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৯। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি,

১০। যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং তাহাকে সাহায্য কর এবং তাহাকে সম্মান কর; এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।

১১। নিশ্চয় যাহারা তোমার বয়স্মাত করে বস্তুতঃ পক্ষ তাহারা আল্লাহর বয়স্মাত করে। আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর আছে। অতএব যে ব্যক্তি (বয়স্মাতের) অস্বীকারকে উত্তর করে সে নিজেই বিরুদ্ধে অস্বীকার উত্তর করে; এবং যে ব্যক্তি ঐ অস্বীকারকে পূর্ণ করে যাহা সে আল্লাহর সঙ্গে করিয়াছে তাহাকে অচিরেই তিনি মহাপুরস্কার দান করিবেন।

১২। মরুবাসীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তোমাকে বলিবে, 'আমাদিগকে আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিজনবর্গ মশগুল রাখিয়াছিল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তাহারা নিজেদের জিহ্বায় যাহা বলে তাহা তাহাদের অন্তরে নাই। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি করিতে চাহেন অথবা তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে কে আছে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করিবার ক্ষমতা রাখে? না, বরং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।'।

১৩। 'না, বরং তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, এই রসূল এবং মো'মেনগণ নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না; এবং এই ধারণাকে তোমাদের অন্তরে অতি মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছিল, এবং তোমরা অতি মন্দ ধারণা করিয়াছিলে; বস্তুতঃ তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ছিলে।'।

১৪। এবং সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে না— অবশ্যই আমরা এইরূপ কাফেরদের জন্য ফলন আওন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا
حَكِيمًا

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَ
تَتَّبِعُوهُ بَكْرَةً وَأَخِيرًا

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَفَّ فَإِنَّا يَكْفُوكَ عَلَى
نَفْسِهِ وَمَنْ أُولَى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيَمُوتْ بِهِ
فِي أَجْرٍ عَظِيمٍ

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا
أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسِنَا
مَآ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ
كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَغْلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ
إِلَىٰ أَهْلِ يَهُدْيَهُمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ
ظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوِيًّا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

১৫। বস্তুতঃ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৬। যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে অগ্রসর হইবে, উহা নেওয়ার জন্য, তখন যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আমাদিগকেও তোমাদের অনুসরণ করিতে দাও।' তাহারা আল্লাহর ফয়সালাকে পরিবর্তন করিতে চাহিবে। তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমাদের পিছনে আসিতে পারিবে না। তোমাদের সম্বন্ধে এইরূপই আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলিয়াছেন।' তখন তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'না, বরং তোমরা আমাদের সহিত হিংসা করিতেছ।' বস্তুতঃ তাহারা খুব সামান্য ব্যতীত কিছুই বুঝে না।

১৭। মরুবাসীদের মধ্যে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে বল, 'অচিরেই তোমাদিগকে এক দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আত্মসমর্পণ করে। সূতরাং যদি তোমরা তখন আনুগত্য কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দিবেন; কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেরূপে পূর্বে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।'।

১৮। অন্ধের উপর কোন দোষ নাই, খঞ্জের উপর কোন দোষ নাই, পীড়িতের উপর কোন দোষ নাই (যদি তাহারা জিহাদে যোগদান না করিতে পারে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাহার রসুলের আনুগত্য করিবে, তিনি তাহাকে এমন জায়গাতে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া মহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তাহাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন।

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়'আত করিতেছিল, এবং তিনি তাহাদের অন্তরে বাহা ছিল তাহা অবগত ছিলেন, সূতরাং তিনি তাহাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযল করিলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী বিজয় দান করিলেন—

২০। এবং বহু পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ (দান করিলেন) যাহা তাহারা সংগ্রহ করিতেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفُو لِمَن يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ
لِّيَأْخُذُوا مَا ذَرُّوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يَرِيدُونَ أَن
يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ
اللَّهُ مِنْ قَبْلُ سَيَقُولُونَ بَلْ عَشَدُّ وَتَنَاءَ بَلْ
كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

قُلْ لِلَّهِ الْخَلَفَيْنِ مِنَ الْأَعْيَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى
قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُقَاتِلُونَكُمْ
فَإِنْ تَضِعُوا رُءُوسَكُمْ أَنَّ اللَّهَ أَجْرَ أَحْسَنَاءَ وَإِنْ
تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ۝

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْمَرْيُوسِ حَرَجٌ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَ
رَسُولُهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتُ بَجَرَى مِنْ تَحْتِهَا
جُ الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُمُ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

وَمَغَائِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ۝

২১। আল্লাহ তোমাদিগকে বহু যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যাহা তোমরা হস্তগত করিবে; এবং ইহা তিনি তোমাদিগকে হারিত দান করিয়াছেন, এবং লোকদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে প্রতিহত করিয়াছিলেন, যেন ইহা মো'মেনদের জন্য নিদর্শন হয়, এবং যেন তিনি তোমাদিগকে এতদ্বারা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

২২। এবং আরও একটি (বিজয়) আছে, যাহা তোমরা এখনও ক্রয় করিতে পার নাই; আল্লাহ্ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৩। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পিঠ ফিরাইয়া নইত, তখন তাহারা না পাইত কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী।

২৪। (সমরপকর) আল্লাহ্‌র চিরাচরিত বিধানকে যাহা ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং ভূমি আল্লাহ্‌র চিরাচরিত বিধানের মধ্যে আদৌ কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

২৫। এবং তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তোমাদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী করার পর তাহাদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের উপর হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

২৬। তাহারাই তো ছিল যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে বাধা দিয়াছিল; এবং কুরবানীর পণ্ডলিকেও, মেঘলি (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, কুরবানীস্থলে পৌঁছিতে বাধা দিয়াছিল। এবং যদি কতিপয় এমন মো'মেন পুরুষ এবং মো'মেন নারী (মক্কায়া) না থাকিত, যাহাদিগকে তোমরা জানিতে না (এবং এই আশংকা না হইত) যে তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিবে, ফলে তোমাদের উপর তাহাদের পক্ষ হইতে অজ্ঞাতসারে একটা দোষ বর্তিয়া যাইবে (তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে নিরস্ত রাখিলেন); ইহা এই জন্য যেন আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। যদি তাহারা (মো'মেনগণ) এদিক ওদিক সরিয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদের মধ্যে হইতে যাহারা

وَعَدَ اللَّهُ مَغَازِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ بِهَا الْحَرْبُ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَيَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

وَأُغْرِيَ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلُوا الْأَوْدَابَارِ ثُمَّ لَا يَخُذُونَ دِيَارًا وَلَا نَصِيرًا ۝

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَانِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا وَكَفَرُوا عَنِ السُّبْحِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَرَىٰ إِذْ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আয়াব দিতাম ।

২৭ । (সম্মুখ কর সেই সময়কে) যখন তাহারা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, নিজেদের অন্তরে জাহিলিয়াতের যুগের আত্মশাস্তির ন্যায় আত্মশাস্তি পোষণ করিয়াছিল, তখন আল্লাহ তাহার রসূলের উপর এবং মো'মেনগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযের করিলেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাকওয়ার নীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বস্তুতঃ তাহারা ইহার অধিকতর অধিকারী ও উপযুক্ত ছিল এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

২৮ । নিশ্চয় আল্লাহ তাহার রসূলের জন্য স্বপ্নটি বাস্তবে সত্য করিয়া দেখাইলেন : যদি আল্লাহ চাহেন, তোমরা অবশ্যই নিরাপদে 'আল মসজিদুলহারামে' প্রবেশ করিবে; তোমাদের কেহ কেহ মাথা মড়ানো অবস্থায় এবং কেহ কেহ কেশ ছাটানো অবস্থায় হইবে, তোমরা কোন ভয় করিবে না । সূত্রায় আল্লাহ উহা জানিতেন যাহা তোমরা জানিতে না এবং ইহা ছাড়া তিনি আরও একটি আসন্ন বিজয় নির্ধারিত করিয়াছেন ।

২৯ । তিনিই তো তাহার রসূলকে হেদায়াত ও সত্য-ধর্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন । এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট ।

৩০ । মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাকফরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ালুচিত । তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সেজদারত দোখতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহর ফয়ল ও সবুটি নাজের জন্য যত্নবান থাকে । সেজদার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায়া তাহাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রহিয়াছে । তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে, এবং ইজীনেও আছে তাহাদের বিবরণ, এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়, যাহা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মো'মেনদের উন্নতি) দ্বারা কাকফরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন । তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদের সংগে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন ।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ الْحَبِيَّةَ
الْبَغْيَ هَبِيَّةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا
بِهَا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبَا بِالْحَقِّ لَتَنَّ خُلُفَ
النَّسِجَةِ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُخْلِقِينَ
رُؤُوسَكُمْ وَ مُقْصِرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذُوبِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

فَعَزَّزَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَزَاهَرُ رُكْعًا مُجْتَدِدًا بَيْنَهُمْ قَضَاءً
مِنْ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سِينَاهُمْ فِي ذُجُوهِهِمْ مِنْ
أَشْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ فِيكُمْ
فِي الْإِنْجِيلِ ثُمَّ لَوْرَجَ أَخْرَجَ سَطْرَهُ فَآرَأَوْهُ فَاتَّخَذُوا
فَأَسْتَوَى عَلَى سَوَابِهِ يَعِزُّبُ الزَّرْعَ لِيُغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ وَ عَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بِهِمْ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝